যুগান্তর

07 MAR 2017

ইবিতে ভর্তির প্রশ্ন ফাঁসের নায়ক শিক্ষক

৪ জন বহিষ্কার : পরীক্ষা বাতিল

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) 'এফ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁসের নায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম। তিনি এই ইউনিটের সমন্বয়কারী। এ কারণে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। কেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না, তা জানতে চেয়ে ৭ দিনের সময় দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে প্রশ্ন ফাঁসের দায়ে ভর্তি কমিটির অন্য দুই সদস্যকে সতর্কীকরণসহ আগামী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকায় গণিত বিভাগের এক ছাত্রের ছাত্রত্ব ও সনদ বাতিলসহ দুইজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

গত বছরের ৭ ডিসেম্বর বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার আগেই ওই ইউনিটের উত্তরপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এ ঘটনা তদন্তে ২৫ জানুয়ারি গণিত বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এসএম মোস্তফা কামালকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটি গত শনিবার প্রতিবেদন জমা দেয়। তদন্তে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউনিট সমন্বয়কারী ও গণিত বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, একই বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মনোজিত কুমার, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার সিনিয়র অডিটর সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ফটোকপি অপারেটর আলাউদ্দিন আলাল ও স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক মিজানুর রহমান লাল্টুর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

ইবিতে ভর্তির প্রশ্ন ফাঁসের নায়ক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষার এক মাসে আগে থেকেই এ চক্রটি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক লাল্টুর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস শিপ্রা (এফ ইউনিটে মেধা তালিকায় তিন) কুষ্টিয়ার কাটাইখানা মোড়ে অবস্থিত আন্তরিক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। শিপ্রা ওই কোচিং থেকে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে। কর্মচারী সাইফুল ইসলাম, কর্মচারী আলাউদ্দিন আলাল ও গণিত বিভাগের ছাত্র মনোজিত কুমার বাকি শিক্ষার্থীদের সংগ্রহ করে। পরীক্ষার রাতে মনোজিতকে উত্তরপত্র সরবরাহ করেন 'এফ' ইউনিটের সমন্বয়কারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম। পরীক্ষার দিন শিক্ষার্থীদের উত্তরসহ প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়।

সোমবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ সময় ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন উর রশিদ আসকারী বলেন, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, বিষয়টি সত্য। অভিযুক্তদের প্রাথমিকভাবে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, আজকের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দুর্নীতির ওপর শেষ পেরেক লাগানো হল। এছাড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রোভিসি অধ্যাপক ড. মো. শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।